ইন্দ্রানী সেন সংগীত সন্ধ্যা

আনোয়ার আকাশ

নানা কারণে ক্ল্যানসি মিলনায়তনের একটা ঐতিহ্য আছে। প্রথমতঃ দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠের অনেক জরুরী সেমিনারের জন্য এ হলটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অন্যান্য অনেক গণমানুষের মতো বাংলাদেশীরাও মিলনায়তনটি ব্যবহার করে আসছে গত এক যুগেরও বেশী সময় ধরে। এই গুরুত্বপূণ এবং অত্যাধুনিক হলেই গত ১লা এপ্রিল আয়োজন করা হয়েছিল বিখ্যাত সংগীত শিল্পী ইন্দ্রনী সেনের সঙ্গীত সন্ধ্যা।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই সাধারণ সম্পাদক প্রবীর মৈত্র আর অনুষ্ঠানের মাঝামাঝি সংগঠন প্রধান প্রদীপ রায় চৌধুরীর বক্তব্য ছিল সাবলীল। প্রথম ভাগের প্রথমেই সিডনীর সাংস্কৃতিক অঙ্গনের প্রিয়মুখ মন্জুষা দে'র পরিচালনায় প্রিয়াঙ্কা, ইন্দিরা আর জুনীতা'র দলীয় নৃত্যানুষ্ঠানটি ভালো লেগেছে দর্শকদের।

সিডনীতে কিছুদিন আগেও ছিল দুঃসহ গরম, আবার এরই মধ্যে নেমে এসেছে শীত। এখন শীতের প্রকোপ বাড়ছে। এরকম সময়টা আমরা খুব সাবধানে থাকার চেষ্টা করি। গরম-ঠান্ডার এই সন্ধিক্ষণে ইন্দ্রানী সেন এসেছেন সিডনীতে। প্রতিকুল পরিবেশে যা হয়, ঠান্ডায় গলা বসে গেছে শিল্পীর। তিনি নিজেও ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন সে কারণে।

আয়োজকদের নানা সমস্যা সংকুলতায় নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘন্টা পর আরম্ভ হলো কাংখিত ইন্দ্রাণী সেন সংগীত সন্ধ্যা। গীতা থেকে সিঞ্চিত প্রার্থনা সংগীত দিয়ে শুরু করলেন শিল্পী। তারপর শুরু হলো গান - 'আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে'। দীর্ঘ এক ঘন্টা বিলম্বের কথা ভুলে গেলো দর্শক। ফিরে গেলো তার শেকড়ের সন্ধ্যানে। ইন্দ্রানী সেন একজন উঁচু মাপের শিল্পী। মুগ্ধশ্রোতা সন্মোহিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সামনে।

সংগীতানুষ্ঠানটি দুটি পর্বে সাজানো হয়েছিল। প্রথম পর্বে রবীন্দ্র ও নজরুল সংগীত এবং দ্বিতীয় পর্বে আধুনিক গান। রবীন্দ্র পর্বে পনেরোটি সংগীত পরিবেশন করলেন শিল্পী ঠান্ডা গলা নিয়েই। নজরুল পর্বে 'দক্ষিণ সমীরণ সাথে' দিয়ে শুরু করে 'গহীন জলের নদী' ও 'ভুলি কেমনে আজো যে মনে' দিয়ে শেষ করেছেন। আধুনিক পর্বে ভুপেন হাজারিকার বিখ্যাত সংগীত 'গঙ্গা আমার মা, পদ্মা আমার মা' দিয়ে শুরু করে একে প্রায় পনেরটি সংগীত পরিবেশন করেছেন তিনি। এর মাঝে ঠাঁই পেয়েছে সুধীন দাস গুপ্ত, পুলক বন্দোপাধ্যায়, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, শচীনদেব বর্মন, মান্না দে, লতা, জটিলেশ্বর সহ বিখ্যাত গীতিকার ও সুরকারদের গান। শিল্পী নিজের কিছু গানও উপহার দিয়েছেন; অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা আর সৌম্য বসুর সুরে।

অনুষ্ঠানে তবলায় ছিলেন প্রবীর চট্টাপাধ্যায়, গীটারে পার্থ প্রতীম বন্দোপাধ্যায়, আর কী-বোর্ডে সুদীপ্ত কুমার সাহা। সবাই নিজস্ব অঙ্গনে প্রতিভা দীপ্ত।

অনুষ্ঠানটির উপস্থাপনায় এসেছে নুতন মুখ, অপর্ণা গোস্বামী। তার সুন্দর উপস্থাপনা অনুষ্ঠানের মান সমৃদ্ধ করেছে। শব্দ পরিচালনায় সঞ্জয় চক্রবর্তী আরো সচেতন হতে পারতেন। অনুষ্ঠানের মানকে আরো অনেক এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন একজন দক্ষ শব্দ কৌসুলী।

অনুষ্ঠানের পরদিন এক নাগরিক সম্বধর্নার অয়োজন করা হয়েছিল নর্থ রকস্ এর এক মিলনায়তনে। এখানেও অনুষ্ঠানটি শুরু হয় নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় দু'ঘন্টা পরে। এস, বি, এস সাংবাদিক রথীন মুখাজীকে দেখেছি প্রায় দু'ঘন্টা তিরিশ মিনিট বসে থাকতে শিল্পীর সাথে কথা বলার জন্য। এ অনুষ্ঠানে শিল্পীদের ক্রেষ্ট এবং ফুলের তোড়া দিয়ে সম্মাননা জানানো হয়। পরে স্থানীয় শিল্পীদের উপস্থাপনায় একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। এ সময়ই চলে সান্ধ্য ভোজের পর্ব। অনুষ্ঠানের সমন্বয় কারী সঞ্জীব মহাজন পিন্টু অনেক খেটেছেন। ভবিষ্যতে তিনি আরো সুন্দর একটি অনুষ্ঠান উপহার দিতে পারবেন এ প্রত্যাশা রইলো।